26/06/18

January'17 February'17

Q:- Write a note on the theory of सत्कार्यवाद?

Ans:- কাৰ্য্যৰ স্বৰূপ সম্বন্ধে ভাৰতীয় দাৰ্শনিক সকলৰ মাজত বিভিন্ন মতভেদ দেখা যায়। কিছুমান দাৰ্শনিকৰ মতে উৎপত্তিৰ পূৰ্বে কাৰ্য্য কাৰণত নীহিত হৈ থাকে। আকৌ আন কিছুমান দাৰ্শনিকৰ মতে উৎপত্তিৰ পূৰ্বে কাৰ্য্য কাৰণত নীহিত হৈ নাথাকে। পিচৰ চাম দাৰ্শনিকৰ মতে আপাত দৃষ্টিত কাৰণৰ পৰা কাৰ্য্যৰ সৃষ্টি যথাৰ্থ যেন লাগিলেও আচলতে এই পৰিবৰ্ত্তন যথাৰ্থ নহয়। কিন্তু সাংখ্য দাৰ্শনিক সকলৰ মতে উৎপত্তিৰ পূৰ্বে তাৰ গুনসমূহ কাৰণত নীহিত হৈ থাকে। এজন ব্যক্তিয়ে যি কোনো এটা কাৰ্য্য উৎপন্ন কৰিবৰ বাবে সেই কাৰ্য্যৰ নিৰ্দিষ্ট কাৰণহে গ্ৰহণ কৰে। কোনো এটা কাৰণৰ উপাদানৰ পৰা সকলোবোৰ কাৰ্য্যৰ উৎপত্তি সম্ভৱ নহয়। যি কাৰণত যি কাৰ্য্য উৎপত্তি কৰাৰ শক্তি নীহিত হৈ থাকে, সেই কাৰণৰ পৰাহে কাৰ্য্য প্ৰাপ্তি হয়। অৰ্থাৎ কাৰ্য্যৰ মাজত পোৱা গুনবোৰ কাৰণত নীহিত হৈ থাকে বাবে কাৰ্য্য কাৰণৰ মাজত এক নিশ্চিত সম্বন্ধ আছে। উৎপত্তিৰ পূৰ্বে কাৰণত কাৰ্য্যৰ অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় বুলি কোৱাৰ অনুৰাগত সাংখ্য দাৰ্শনিক সকলে কেইটামান যুক্তি আগবঢ়াইছে। সাংখ্য দাৰ্শনিক সকলে মানি লোৱা এই কাৰ্য্য কাৰণ মতবাদটোক সৎকাৰ্য্যবাদ বুলি কোৱা হয়। সৎকাৰ্য্যবাদৰ সপক্ষে আগবঢ়োৱা যুক্তিসমূহ হৈছে —

असत्करणात् उपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात्।
शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्॥ (सा/का/9)

(1) असत्करणात् — সাংখ্য দাৰ্শনিক সকলৰ মতে জগতত যাৰ অস্তিত্ব আছে তাক সৎ আৰু যাৰ অস্তিত্ব নাই তাক অসৎ বুলি কোৱা হয়। অন্য অৰ্থত কবলৈ হলে কাৰণ ব্যাপাৰৰ পূৰ্বতে যদি কাৰ্য্যকাৰণ অসৎৰূপে থাকে তেনেহলে কাৰণ ব্যাপাৰৰ দ্বাৰা হয়াক সৎ বুলি কব নোৱাৰি। উদাহৰণ স্বৰূপে, "চিকতাভ্যতৈলোৎপত্তি" বালিৰ পৰা কেতিয়াও তেল পাব নোৱাৰি, কাৰণ বালিত তেল "অত্যন্ত অসৎ" কাৰণ দৰে কাৰ্য্যও অসৎ হয়। প্ৰকৃতিৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা মহদাদি কাৰ্য্য তাৰ উৎপত্তিৰ আগতে, উৎপত্তিৰ পিচত, আৰু বিনাশ এই তিনিওটা অৱস্থাতেই সৎ। পাৰ্থক্য এইটোৱেই যে বৰ্ত্তমান কালত

Important Works	Important Calls	Important Meetings

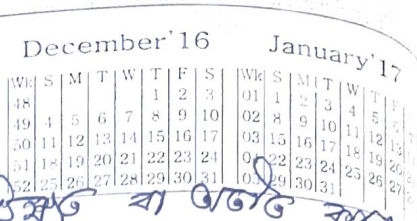

কর্মীর নিকোলা অন্তর প্রকাশিত অবস্থান থাকে অতিরিক্ত বা অন্যান্য কর্মের মি অপ্রকাশিত অথবা অস্ফুট অবস্থান থাকে।

(২) উপাদেয়গ্রহণত :— কারক দুই প্রকারের। উপাদান আর নির্দিষ্ট। নির্মাণিক অর্থে উপাদেয় কারকের অন্বয়ার্থি কারক বুঝিয়ে কর্ম। নির্দিষ্ট কারক উপাদান কারকের সহায়ক হৈ কেননা এটা কর্মীর উৎপত্তির কারক হয়। যেমনটা কারকের ক্ষেত্রে উপাদান কারকেই প্রধান। প্রত্যেক ব্যক্তিরই সহজে বুঝি পায় যে আবশ্যকতা অনুযায়ী মাক যেনেরিকের কর্মীর প্রয়োজন হয়, সেই অনুসারিতে কারকের গ্রহণ করা উচিত। যিদের পাওয়াতে অন্যান্য দৈ পেয়ার মন্য। কেননা ব্যক্তিমে সে এটাত আগে বোঝে যে দৈ লাভ করার কথা চিন্তা করবে। এইরে কর্মীর প্রয়োজন উপাদান কারকের গ্রহণ করার নিম্নে সচেতনতা থাকা হয়ত্বে এইটো আগে লেখার হৈছে যে উৎপত্তির পূর্বতে কর্মী কারকের অবস্থান থাকে।

(৩) সর্বসম্মানাত্মকত্ব — সকলো প্রকারের কারকের পরা সকলো প্রকারের কর্মীর উৎপত্তি সম্ভব নহয়। কিছুনো সকলোরের কারকের বা কেননা এটা কারকের সকলোরের কার্য সম্পূর্ণ নহয়। উদাহরণস্বরূপে, — আগত বৃদ্ধ বালি আদিক অন্বেষের বাবে এই কণা বালি আদি সেমুর উৎপত্তির কারক হব লেখারে। গতিকে ইয়ার পরাও নিশ্চিত ভাবে কব আছে যে কর্মী উৎপত্তির পূর্বে কারকের সম্পন্ন থাকে।

(৪) ধারকস্থধারকসম্বন্ধত্ব — যত উৎপাদনের আশ্রয় নীহিত হৈ থাকে তাক ধারক আরু যি উৎপন্ন হোরার মোগ্য তাক "ধার্য" বোলে। ধারক মূর্তিরের পরা পাছ হোরে উৎপন্ন হব পরা, আরু নীহিত হৈ থাকে যাবেই কুমারে মাটির পরা এটা পুতলা নির্মাণ করে। গতিকে কার্য কারকের ধারকধারক সম্বন্ধ তেতিয়াহে হব যেতিয়া দেয়াটো সত্য হব। যদি এটা সত্য নাম্বারে ওলায় হয় তেতিয়াহলে এনে সম্বন্ধ হব নোয়ারে। গতিকে কার্য কারকের সম্পন্ন থাকিলে স্বীকার করিব লাগে।

Important Works	Important Calls	Important Meetings

January'17

Wk	S	M	T	W	T	F	S
01	1	2	3	4	5	6	7
02	8	9	10	11	12	13	14
03	15	16	17	18	19	20	21
04	22	23	24	25	26	27	28
05	29	30	31				

February'17

Wk	S	M	T	W	T	F	S
05				1	2	3	4
06	5	6	7	8	9	10	11
07	12	13	14	15	16	17	18
08	19	20	21	22	23	24	25
09	26	27	28				

(৭) কারণসম্ভাবাদ :— কোনো এই কার্যটি কার্য যেকোনো কারণ হলেই হয় তেমনি কার্যটি হওয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ কারণ বিশেষ উপাদান হওয়া অন্য বস্তু নয়। যখন কারণ এইটোই পরমাণু হয় যে বিশেষ বিশেষ উপাদান সুক্ষ্মভাবে নিহিত হয়ে থাকে। যাতিকে কার্য পাবে যে কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে কারণের মধ্যে সংযুক্ত থাকে।

কার্য আর কারণ পরস্পর আত্মীয়। যিহেতু মানুষের পর মানুষ আর পশুর পর পশুর সৃষ্টি হয়। যাতিকে কারণ যদি সৎ হয় তেমনিভাবে কার্য উৎপত্তির আগে যি সৎ অবস্থিত থাকে।

উপরোক্ত যুক্তিসমূহের সাংখ্যদার্শনিক সকলে প্রমাণ করিতে যে উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণের নিহিত হয়ে থাকে আর এই মতবাদকে সৎকার্যবাদ নামকরণ করা হয়।

—— × ——

Q:— Write a note on প্রকৃতি?

Ans:— দ্বৈতবাদী সাংখ্য দর্শনে পুরুষ আর প্রকৃতি নামে দুটো পরম সত্য স্বীকার করে। এই দোয়োটা সত্ত্বায় ভিন্ন প্রকৃতিয়েই হোল উপাদান মূল উপাদান অর্থাৎ প্রকৃতির অন্যান্য উৎপন্ন হিসে। সাংখ্য দর্শনের কার্যকারণ সম্বন্ধক সৎকার্যবাদ নামে জানা যায়। অর্থাৎ এই মত অনুযায়ী কার্য কারণের সাথে সৃষ্টির পূর্বে নিহিত হয়ে থাকে। প্রকৃতির সাংখ্য হয় বলে সৎকার্যবাদকে পরিণামবাদ নামে জানা যায়। অর্থাৎ এই মতানুযায়ী কার্য হোল কারণের প্রকৃত পরিণাম। এই উৎপত্তির সকলো বস্তু প্রকৃতির অব্যক্ত মাঝে নিহিত হয়ে থাকে। প্রকৃতির মাঝে সুক্ষ্মরূপে অবস্থিত থকা প্রতিটো বস্তু সৃষ্টির মূল অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ অব্যক্ত পরিবর্তনে ব্যক্ত রূপ ধারণ করে। এই অবস্থা হোল কার্য। সাংখ্য মতানুযায়ী এই কার্য কোনো কারণের মধ্যে নিহিত থাকিতে পারিব। উপাদান মূল সত্ত্বাকারণে যদিও সাংখ্যদর্শনে পুরুষ আর প্রকৃতির সৃষ্টি করিছে তথাপি এই দর্শনে প্রকৃতিক এই উপাদান

SUNDAY 22

Important Works	Important Calls	Important Meetings
মূল উপাদান কারণ সৃষ্টি হিসেবে কাজ করে। প্রকৃতি হোল নিত্য আর চৈতন্যস্বরূপ। এই নিত্য আর চৈতন্য পুরুষক আচেতন উপাদান কারণ সৃষ্টি অধিষ্ঠিত করে।		